যুগান্তর

তারিখ ... 31 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 2 ...

কম পাসেও সুফল মিলতে পারে

সাঈদ চৌধুরী

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিকে যুগান্তকারী পদ্ধতি বলব। এটা এমন একটি পদ্ধতি যেখানে সঠিকভাবে মেধা যাচাই করার একটি বড় নিয়ামক রয়েছে। একটা সময় ছিল যখন পঞ্চাশটারও বেশি রচনা মুখস্থ করে পরীক্ষা দিত পরীক্ষার্থীরা। সেটা ছিল কঠিন একটি ব্যাপার। কিন্তু এখনকার সিলেবাস তার চেয়েও কঠিন বলে মনে করি। কারণ অনেক না-জানা বিষয় উত্তর দিতে হয় একজন শিক্ষার্থীকে। কিন্তু প্রশ্ন হল, শিক্ষকরা সবাই কি সঠিকভাবে এটা পড়াতে পারছেন? এর উত্তরও পাওয়া যায় সহজেই। গ্রামের স্কুলগুলোতে এখনও পরীক্ষার সময় প্রশ্ন কিনে এনে পরীক্ষা নেয়া হয় এবং সেই গৎবাঁধা পদ্ধতিতেই পড়ানো হয় কখনও কখনও। এই একটা জায়গায় সৃজনশীল পদ্ধতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। ছেলেমেয়েরা সঠিক বিষয় না বুঝেই উত্তর দেয়ার চেষ্টা করছে। বিগত বছরগুলোতে দেখা গেছে আশি শতাংশের ওপর পাসের হার! যে স্কুলের শিক্ষার্থীরা কেনা প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়েছে অর্থাৎ যারা সৃজনশীল প্রশ্ন সম্পর্কে ভালোভাবে জানেইনি, তারাও ভালো রেজাল্ট করেছে খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে না বুঝে শিক্ষার্থীকে বেশি মার্ক দিয়ে দেয়ায়! এর বড় ধরনের প্রভাবও আমরা দেখেছি— বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ফলাফল বিপর্যয়।

এবার পাসের হার কমে গেছে, কমেছে জিপিএ-৫ পাওয়ার হারও। সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, নতুন পদ্ধতিতে খাতা দেখার কারণেই এমনটা হয়েছে। কুমিল্লা বোর্ডের ফলাফল রীতিমতো উদ্বেগজনক। তবে কি সত্যিই এ বছর মেধা কমে গেছে শিক্ষার্থীদের, নাকি অন্য কোনো কারণ আছে?

যদি এসএসসি ও এইচএসসির রেজাল্টের মধ্য দিয়ে কোনো শিক্ষার্থী নিজেকে সঠিকভাবে যাচাই করতে পারে যে আসলে সে কতটুকু মেধাবী বা সে কতটুকু জানে, তাহলে অবশ্যই তা শিক্ষাব্যবস্থায় ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা কথা বলেছেন— রেজাল্টের চেয়ে ভালো মানুষ হওয়া জরুরি। আমি একটু অন্যভাবে বলতে চাই— যে ভালো মানুষ সে অন্তত নিজের কাজটা সৎভাবেই করতে শেখে ছোটবেলা থেকেই এবং যে সৎভাবে কাজ করতে শেখে সে মেধাবী হতে পারে খুব সহজেই, কারণ কাজকে সে কাজই মনে করে। মেধা, বেশি পাস বা কম পাস এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে আমরা যে ভুল করছি, তা থেকে আমাদের নিজেদের স্বার্থেই বের হয়ে আসতে হবে। হয়তো দেখা যাবে এবারই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ফলাফল হয়েছে। কারণ এবার বেশি করে যাচাই-বাছাই করে আমরা উপযুক্ত শিক্ষার্থীদের বের করে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। কম পাসেও সুফল মিলতে পারে, যদি তা মেধা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

সাঈদ চৌধুরী : *সদস্য, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, শ্রীপুর, গাজীপুর*
aschowdhury88@gmail.com

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর